নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-১৭.০০.০০০০০৪০.১৭.০৩.১৫.৬৩ তারিখ: ৫ এপ্রিল ২০১৫

বিষয় : দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও সম্পাদকীয় এর প্রতিবাদ।

দৈনিক প্রথমআলো পত্রিকার ০৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত “একাই সব করছেন সিইসি” শীর্ষক প্রতবেদন এবং ০৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত “সিইসির স্বেচ্ছাচারিতা-সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই ইসিকে কাজ করতে হবে” শীর্ষক সম্পাদকীয় এর প্রতি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে একটি প্রতিবাদ আগামীকালের সংখ্যায় প্রথম পাতায় যথাযথ গুরুত্বের সথে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রতিবাদ এর কপি (দুই পৃষ্ঠা।

৫/৪/১৫

এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ফোন: ৯১৮০৮১২

সম্পাদক
দৈনিক প্রথমআলো
কারওয়ান বাজার, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ :
বার্তা সম্পাদক

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

দৈনিক প্রথমআলো পত্রিকার ০৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "একাই সব করেছেন সিইসি" শীর্ষক প্রতিবেদন এবং ০৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত "সিইসির স্বেচ্ছাচারিতা- সমন্বিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই ইসিকে কাজ করতে হবে" শীর্ষক সম্পাদকীয় এর প্রতি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য নিম্নরুপ ঃ

কোন বিষয়ে আলোচনা বা মতামত প্রদানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজকে কমিশন থেকে যখন ডাকা হয় তখন পুরো কমিশন সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। যখন কোন রাজনৈতিক দলের বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদল কমিশনে কারো সাথে দেখা করার অনুরোধ জানান তখন তিনিই তাদের সাথে দেখা করে থাকেন। সে রীতি মোতাবেক অতীতেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার, কমিশনারগণ, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ আবেদনকারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে শত নাগরিক দল এবং পরবর্তিতে বিএনপির প্রতিনিধিবৃন্দ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাঁদের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে পূর্ণ কমিশনের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে সাক্ষাতের বিষয় বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরই প্রধান নির্বাচন কমিশনার উক্ত প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ কালে কমিশনের সচিব উপস্থিত থেকে আলোচনা রেকর্ড করেন। সাক্ষাতের পর পূর্ণ কমিশনের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে তাদের প্রদত্ত স্মারকলিপি আলোচনা ও বিবেচনা করা হয়।

কমিনশারগণকে সকল বিষয়ে অধিকতর অবহিত রাখার জন্য এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রায় প্রতিদিনই উপস্থিত সকল কমিশনারের সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন এবং আলোচনাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বৈঠকে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির প্রকল্প পরিচালকগণ তাদের প্রকল্পের কার্যক্রম এবং অগ্রগতি বিভিন্ন সময়ে কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপন করে থাকেন এবং উপস্থিত সকলের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করে থাকেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত প্রশাসনিক ও ফাইনান্সিয়াল ডেলিগেশন অফ পাওয়ার এর ভিত্তিতে কমিশন এবং কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তারা এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। বিশেষ করে প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত নিয়ম নীতি মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি তাদের স্ব স্ব এখতিয়ারের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।

৫/৪/১৫

এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা।

IDEA প্রকল্পের সকল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী বাংলাদেশ সরকারের পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট গাইডলাইন অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী ক্রয়কারী সংস্থার বাইরে থেকে ০২ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করার বিধান থাকলেও অধিক স্বচ্ছতার জন্য ০২ এর অধিক সংখ্যক সদস্য প্রকল্পের প্রায় সকল দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি দরপত্র ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিশ্ব ব্যাংকের যথাযথ পরীক্ষা ও ছাড়পত্রের পরই নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যোগ্য দরদাতাকে চুক্তি প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার দূর্নীতির কোন প্রশ্ন ওঠাই অবান্তর। সঠিক নিয়মে যোগ্য দরদাতা নির্বাচন করেই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। আইন সংশোধন ও বিধি প্রবিধি প্রণয়নে দেরী হবার কারণে প্রকল্পটি শুরু করতে প্রায় আড়াই বছর দেরী হয় (বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অর্পিত শর্তাবলী অনুযায়ী)। সে কারণে যৌক্তিকভাবেই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হতে পারে যা একটি রুটিন ব্যাপার। ক্রয় সংক্রান্ত সকল অভিযোগের জবাব বিভিন্ন পর্য্যায়ে প্রদান করা হয়। এমনকি এই বিষয়ে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভাপতি বরাবরে ও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে অভিযোগ করা হলে সেই অভিযোগ খারিজ করা হয়। সকল কমিশনারগন, পরিকল্পনা কমিশন, “আইএমইডি”, ‘ইআরডি' ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিগন, IDEA প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য এবং স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ম মোতাবেক আলোচনা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হওয়ায় প্রকল্পের পিডি ইতোমধ্যেই কমিশনের অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সকল বিষয়ের উপর বেশ কয়েকবার উপস্থাপন করেছেন ।

এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক একাধিকবার সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদেরকেও প্রকল্পের সকল বিষয় সবিস্তারে অবহিত করেন এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভাটি পূর্বেই কমিশনারগণের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে ১২ জুন বেলা ১১ টায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয় এবং সে মোতাবেক ১০/০২/২০১৫ তারিখে যথারীতি সভার নোটিশ দিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার অফিস বন্ধের শেষ মুহূর্তে প্রতিবেদক লিখিত ৪টি অভিযোগের উত্তর চান, পরদিনই শুক্রবার কমিশনের পরিচালক, জনসংযোগ প্রতিবেদককে জানান যে, তার ৪টি অভিযোগই ভিত্তিহীন ও অসত্য। এর উপর লিখিত জবাব রবিবার অফিস খুললে দেওয়া হবে এবং জবাবটি পাওয়ার পর তার প্রতিবেদনটি প্রকাশের অনুরোধ করেন। তা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি করে ঐ দিনই প্রতিবেদনটি ছাপানো এবং তার পরদিনই ছুটির মধ্যে তার উপর প্রধান সম্পাদকীয় লেখা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে প্রতীয়মান হয়।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রাক্কালে এ ধরনের প্রতিবেদন জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

৫/৪/১৫